বিশ্বের ধর্ম

ইসলাম

অনুসারীদের বলা হয়-

মুসলিম

ধর্ম প্রচারকঃ

হযরত মুহাম্মদ (সঃ)

ইসলামের সূচনা হয়েছে-

মক্কা ও মদীনাতে

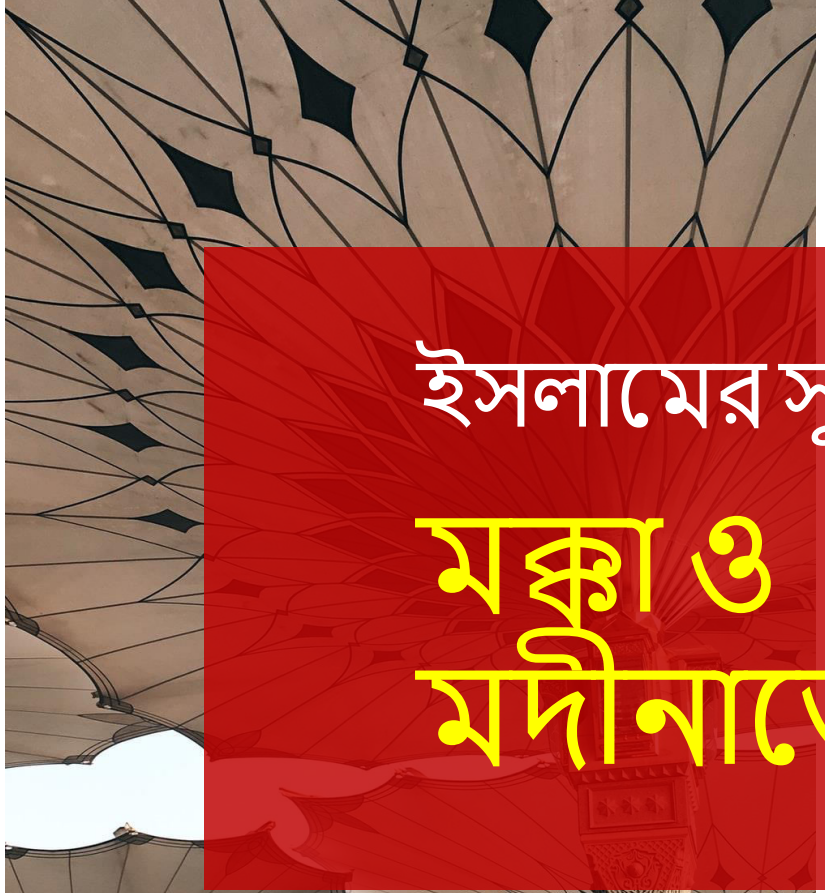

ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে-

খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দীতে

মূল বার্তা

আল্লাহ এক এবং
মুহাম্মদ (সঃ)
আল্লাহর প্রেরিত
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ
রাসূল

ইসলাম সম্পর্কিত তথ্যঃ

আল-কুরআন হচ্ছে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ধর্মগ্রন্থ। এর পূর্বে বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী/ আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছিল। কুরআন হচ্ছে সকল আসমানী কিতাবের পূর্ণাঙ্গ রূপ।

ইসলামের প্রধান দুইটি সেক্ট

সুন্নি, শিয়া

বর্তমান অনুসারীর সংখ্যা

প্রায় ১.৮ বিলিয়ন

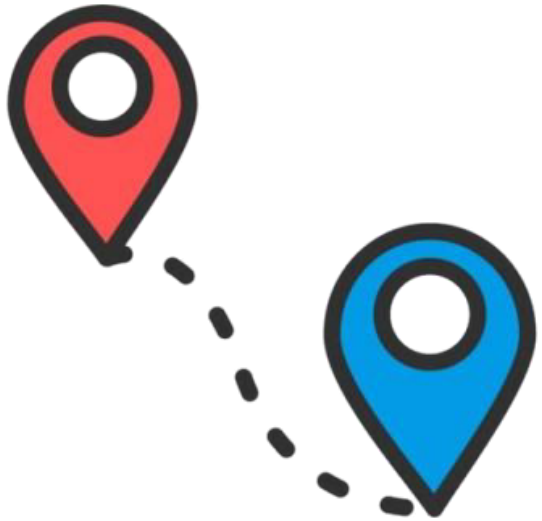

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সংখ্যা

৫০

(Pew Research Centre তথ্য অনুসারে)

ইসলামের বিস্তার

৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর মৃত্যুর পর ইসলাম আরব বিশ্ব ছাড়িয়ে পারস্য, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লেবানন, উত্তর আমেরিকা, ইরাক প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বিভিন্নভাবে ইসলাম প্রভাব ফেলেছিল সমাজব্যবস্থায়।

প্রতীকঃ

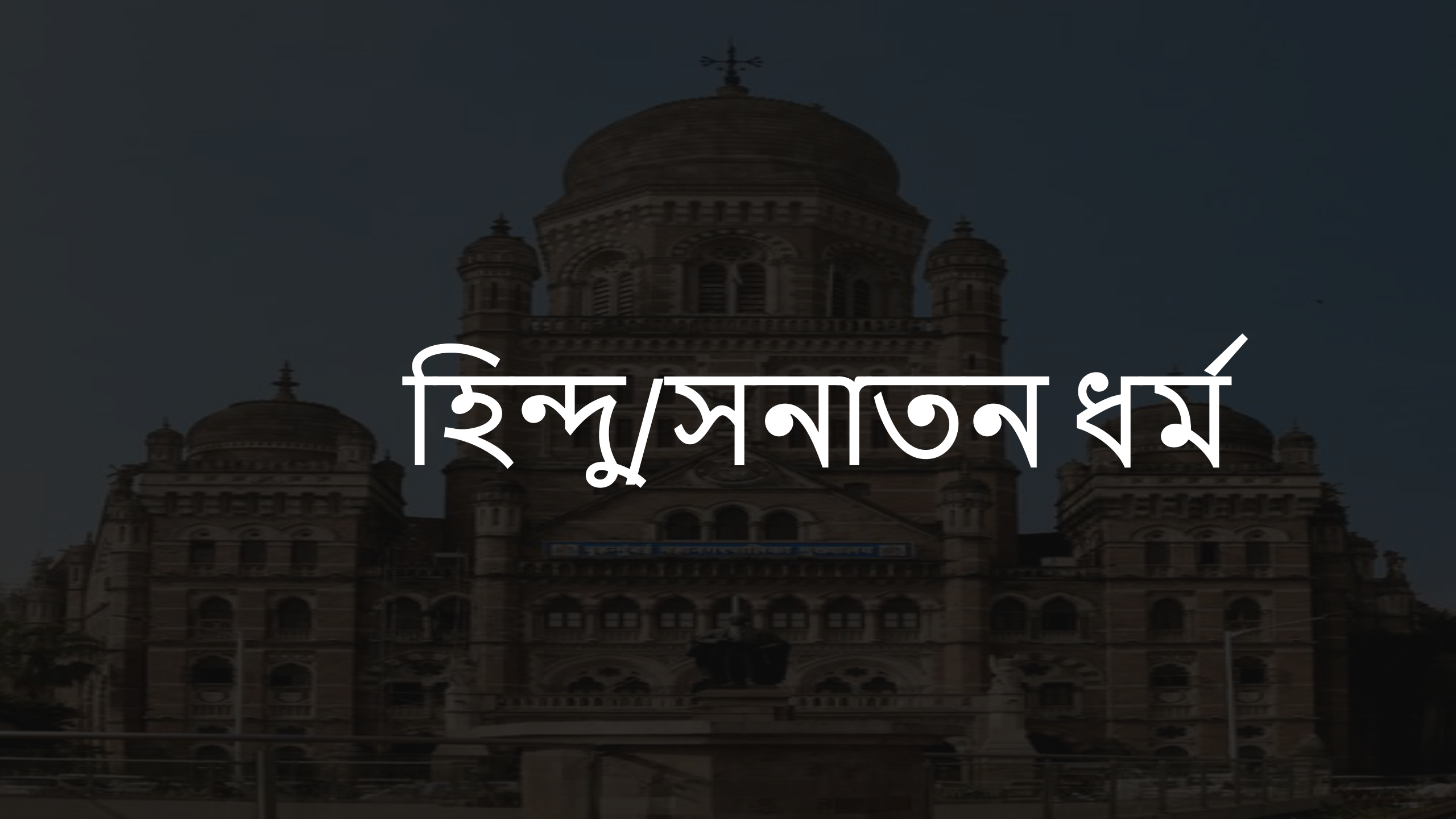

হিন্দু/সনাতন ধর্ম

অনুসারীদের বলা হয়-

হিন্দু

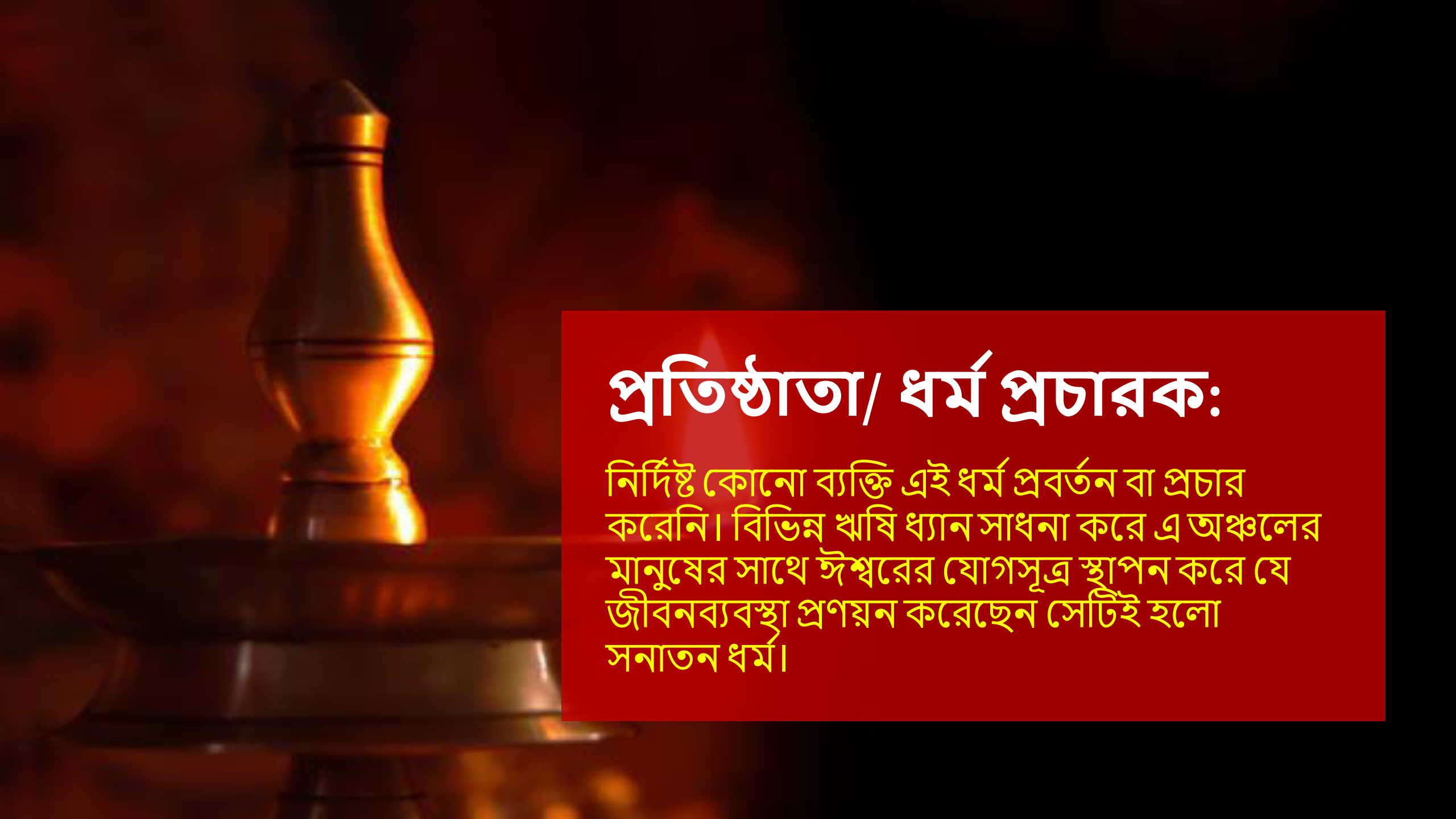

প্রতিষ্ঠাতা/ ধর্ম প্রচারক:

নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি এই ধর্ম প্রবর্তন বা প্রচার করেনি। বিভিন্ন ঋষি ধ্যান সাধনা করে এ অঞ্চলের মানুষের সাথে ঈশ্বরের যোগসূত্র স্থাপন করে যে জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করেছেন সেটিই হলো সনাতন ধর্ম।

প্রতিষ্ঠার স্থানঃ
ইন্দাস ভ্যালী

প্রতিষ্ঠাকাল-

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ - খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০

মূল কথা

হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আছে পুরুষার্থ, যাকে বলা হয় মানব জীবনের সঠিক উদ্দেশ্য। এর মধ্যে আছে ধর্ম (নীতি), অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। মোক্ষ অর্থ, জন্ম মৃত্যুর পুন:জন্ম থেকে মুক্তি। এর সাথে রয়েছে কর্ম (কাজ, অভিপ্রায় ও ফল) এবং বিভিন্ন ধরনের যোগ সাধনা (মোক্ষ লাভের পথ)।

হিন্দু ধর্ম সম্পর্কিত তথ্যঃ

- পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম হিসেবে বিবেচিত। উপাসনা হিসেবে পূজা করে এই ধর্মের মানুষ। এছাড়া ধ্যান, পারিবারিক সংস্কার, তীর্থযাত্রাও রয়েছে।

- সনাতন ধর্মের ধর্ম গ্রন্থ হচ্ছে বেদ, উপনিষদ, গীতা ইত্যাদি।

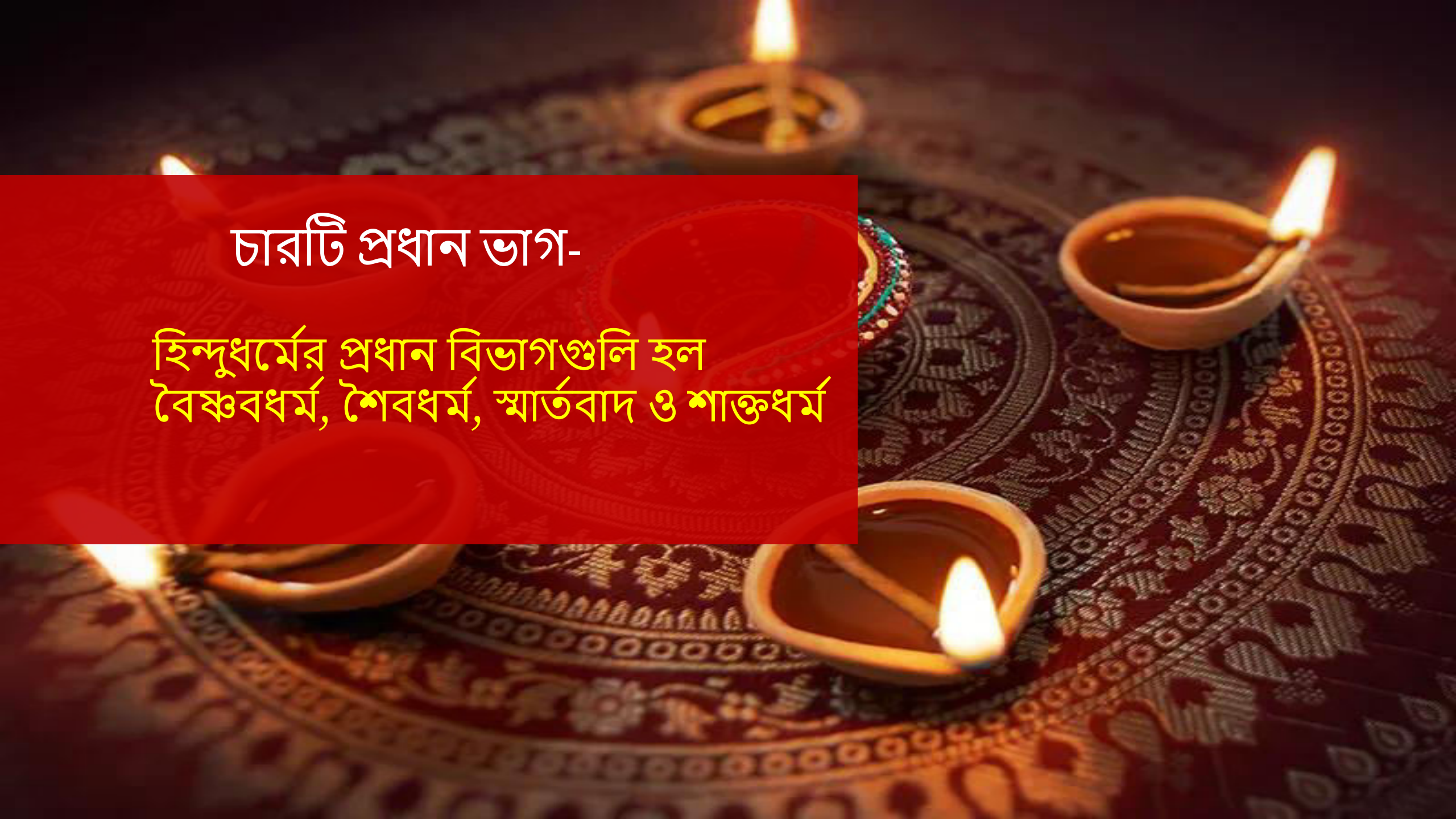

চারটি প্রধান ভাগ-

হিন্দুধর্মের প্রধান বিভাগগুলি হল
বৈষ্ণবধর্ম, শৈবধর্ম, স্মার্তবাদ ও শাক্তধর্ম

হিন্দু ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা-

১.২ বিলিয়ন

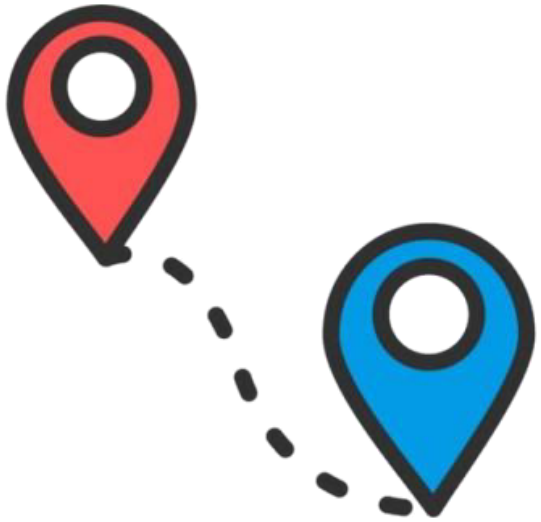

হিন্দু ধর্মের বিস্তৃতি

ভারত, নেপাল, মরিশাস,
ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপ।

হিন্দু ধর্মের প্রভাব-

গুপ্ত ও মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়কালে ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মের বর্ণ প্রথা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল।

ধর্মীয় প্রতীক:

খ্রিস্ট ধর্ম

অনুসারীদের বলা হয়-

খ্রিস্টান

ধর্ম প্রচারক:
যিশু খ্রিস্ট

প্রতিষ্ঠার স্থান
ইসরায়েল

প্রতিষ্ঠার সময়

খ্রিস্টীয় প্রথম শতক

মূল বার্তা

খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করে একজন মাত্র ঈশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্যের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তারা আরো বিশ্বাস করে যে যিশুখ্রিস্ট ঈশ্বরেরই দ্বিতীয় একটি রূপ; তিনি ঈশ্বরের একমাত্র প্রকৃত পুত্র। ঈশ্বরের তৃতীয় আরেকটি রূপ হল পবিত্র আত্মা। পবিত্র আত্মা বিভিন্ন নবী বা ধর্মপ্রচারকদের মাধ্যমে মানবজাতির সাথে যোগাযোগ করেছে।

খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে কিছু তথ্যঃ

- যিশু এক ঈশ্বরের উপাসনা করা ও খারাপ কাজের জন্য অনুতাপ করার আহ্বান জানান। কিন্তু ইহুদিরা তাকে মেনে নেয়নি, তাকে ধর্মদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দেয়। সম্রাট অগাস্টিন সিজারের প্রতিনিধি পন্টিয়াস পাইলট যিশুর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। খ্রিস্টধর্ম মতে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়।
- খ্রিস্ট ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ হলো বাইবেল।

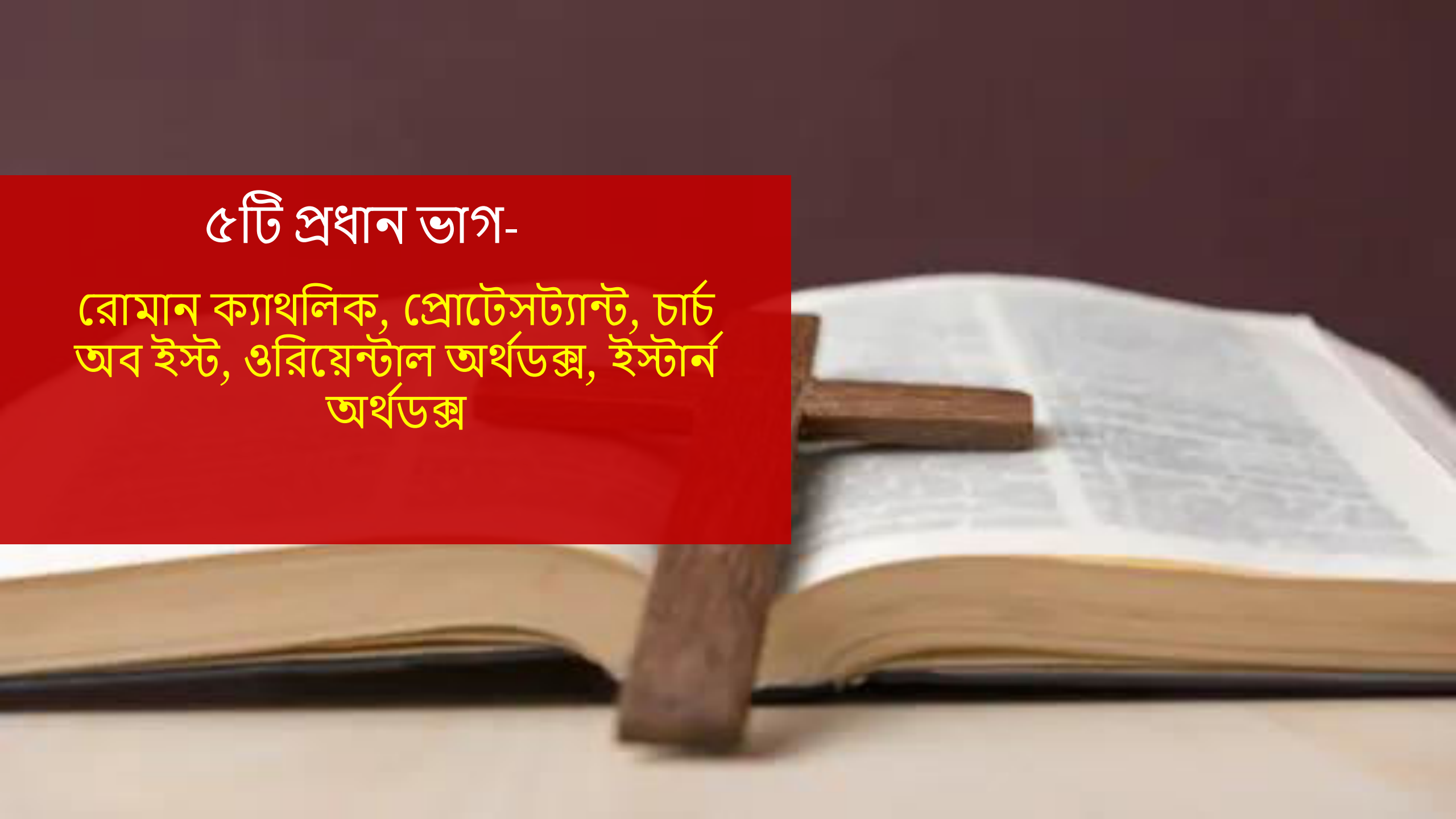

৫টি প্রধান ভাগ-

রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেসট্যান্ট, চার্চ অব ইস্ট, ওরিয়েন্টাল অর্থডক্স, ইস্টার্ন অর্থডক্স

অনুসারীর সংখ্যা

২.৪ বিলিয়ন

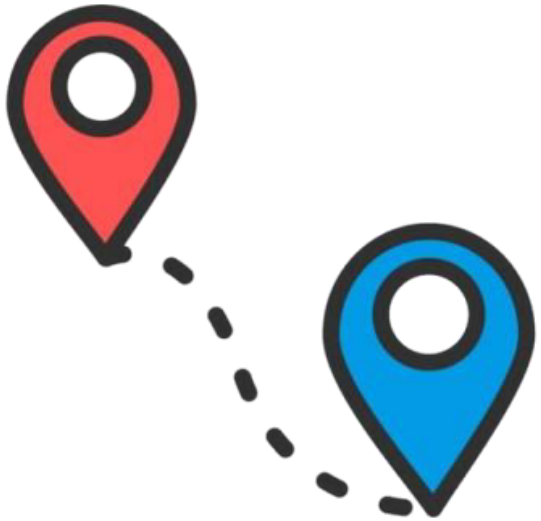

খ্রিস্ট ধর্মের বিস্তৃতি

ইউরোপ, রাশিয়া, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ফিলিপাইন্স, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, ওশেনিয়া মহাদেশ প্রভৃতি

খ্রিস্ট ধর্মের প্রভাবঃ

যৌনতা এবং বিবাহ সম্পর্কিত দীর্ঘকাল ধরে খ্রিস্টীয় শিক্ষাগুলিও পারিবারিক জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। খ্রিস্টান দাসত্ব, শিশু হত্যাকাণ্ড এবং বহুবিবাহের মতো অভ্যাসের অবসান ঘটিয়ে ভূমিকা পালন করেছিল।

ধর্মীয় প্রতীক

বৌদ্ধ ধর্ম

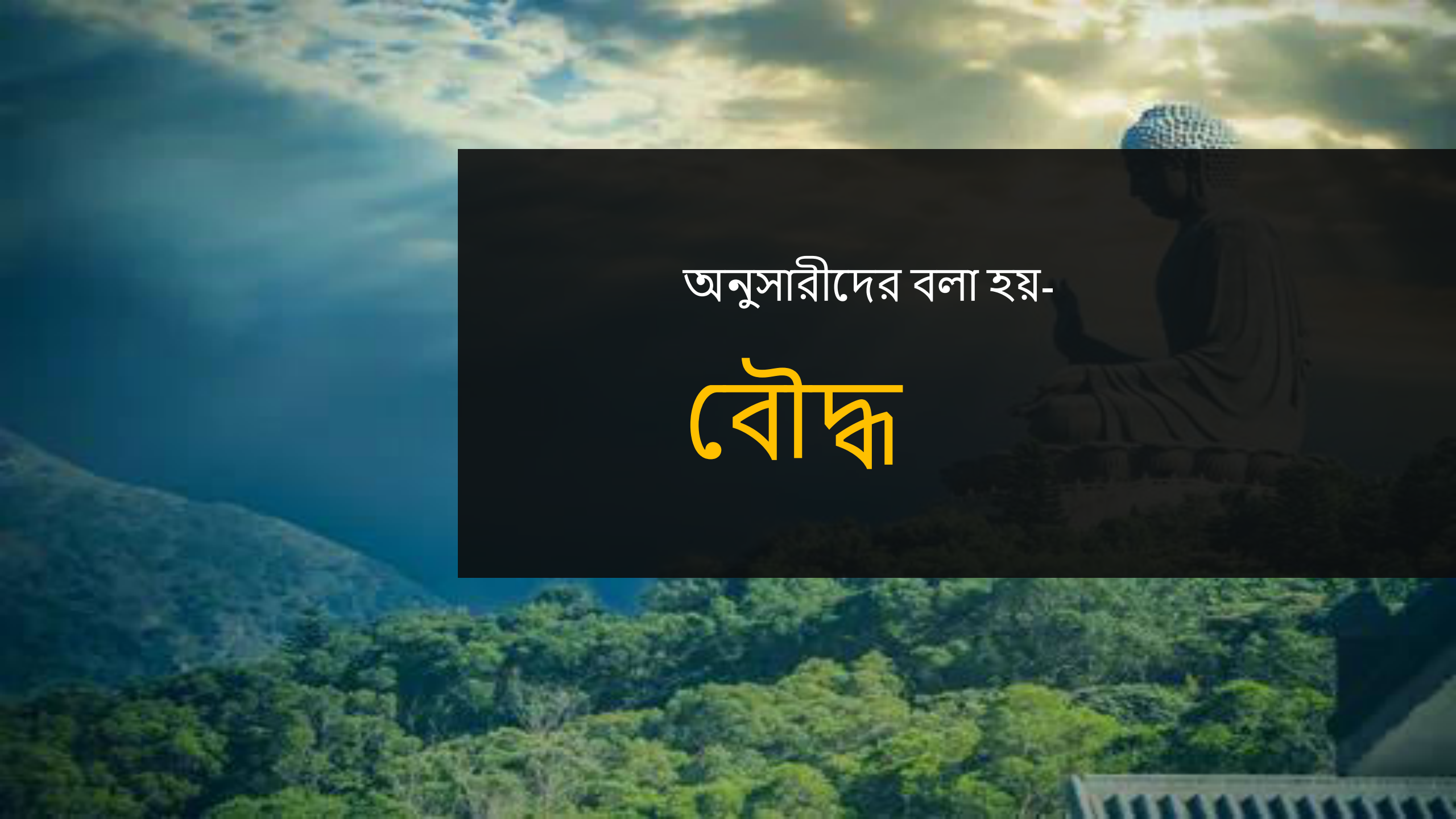

অনুসারীদের বলা হয়-

বৌদ্ধ

প্রতিষ্ঠাতা
সিদ্ধার্থ গৌতম
Shutterstock.com

প্রতিষ্ঠার স্থান-
ভারতীয় উপমহাদেশ,
বিশেষত উত্তর-পূর্ব ভারত

প্রতিষ্ঠার সময়

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতক

বুদ্ধ দর্শনঃ

বুদ্ধের দর্শনের প্রধান অংশ হচ্ছে দুঃখের কারণ ও তা নিরসনের উপায়। বাসনা হল সর্ব দুঃখের মূল। বৌদ্ধমতে সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তিই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য- এটাকে নির্বাণ বলা হয়। বৌদ্ধ মতে নির্বাণ হল সকল প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ

বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত তথ্যঃ

- গৌতম বুদ্ধ ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর সাধনার পর তিনি বুদ্ধগয়া নামক স্থানে একটি বোধিবৃক্ষের নিচে বোধিজ্ঞান লাভ করেন।
- সবার আগে বুদ্ধ তার ধর্ম প্রচার করেন পঞ্চ বর্গীয় শিষ্যের কাছে; তারা হলেন কৌণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিয় (ভদ্রিয়), মহানাম এবং অশ্বজিত।
- বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থ হলো ত্রিপিটক।

তিনটি প্রধান শাখা-

থেরবাদ, মহাযান ও বজ্রযান।

অনুসারীর সংখ্যা-

প্রায় ৫২০ মিলিয়ন

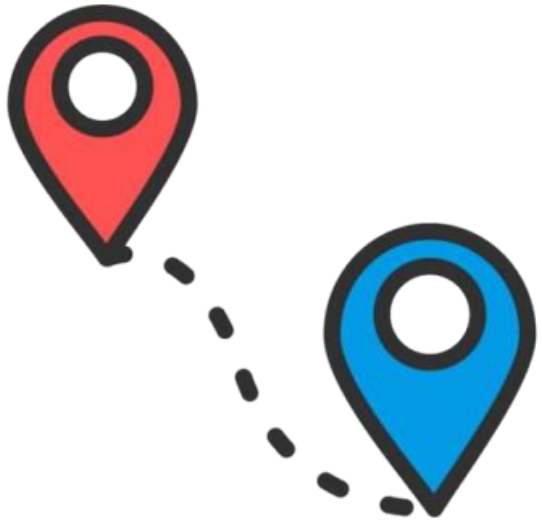

বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ

কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, চীন,
ভুটান, শ্রীলংকা, জাপান

ধর্মীয় প্রতীক

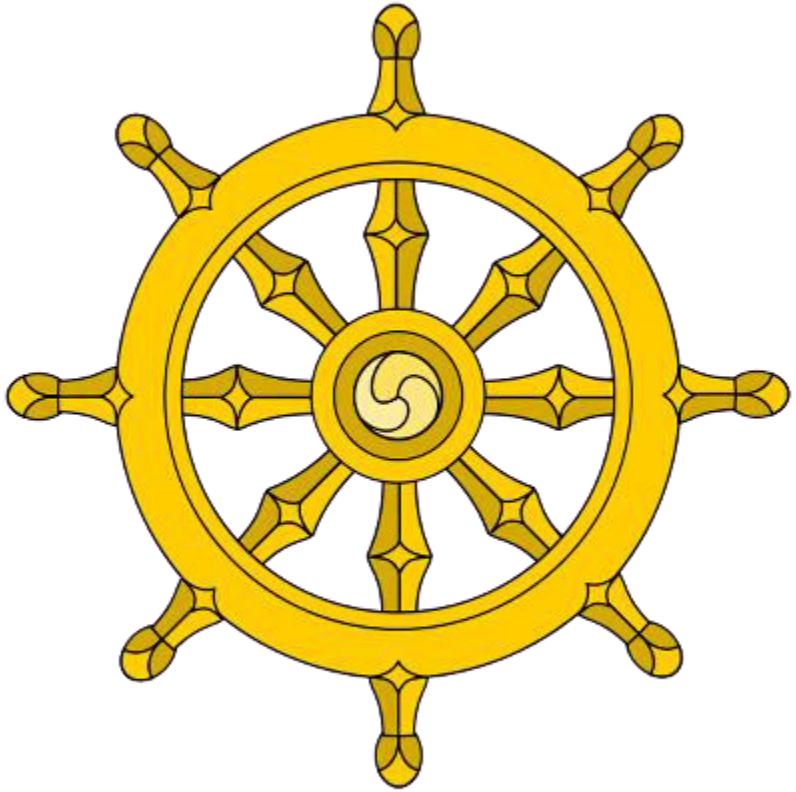

ইহুদি ধর্ম

অনুসারীদের বলা হয়-

ইহুদি

প্রতিষ্ঠাতা-

আব্রাহাম

প্রতিষ্ঠার স্থানঃ
ইসরায়েল

প্রতিষ্ঠাকাল

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৮১২

ইহুদি ধর্মমতে, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি পূর্বপরিকল্পিত চুক্তিপত্র (কোভেন্যান্ট) থাকতে বাধ্য; সবাইকে এই চুক্তিপত্র মেনে চলতে হবে; মেনে না চললে পরকালে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আর মেনে চললে পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

মূল বার্তা

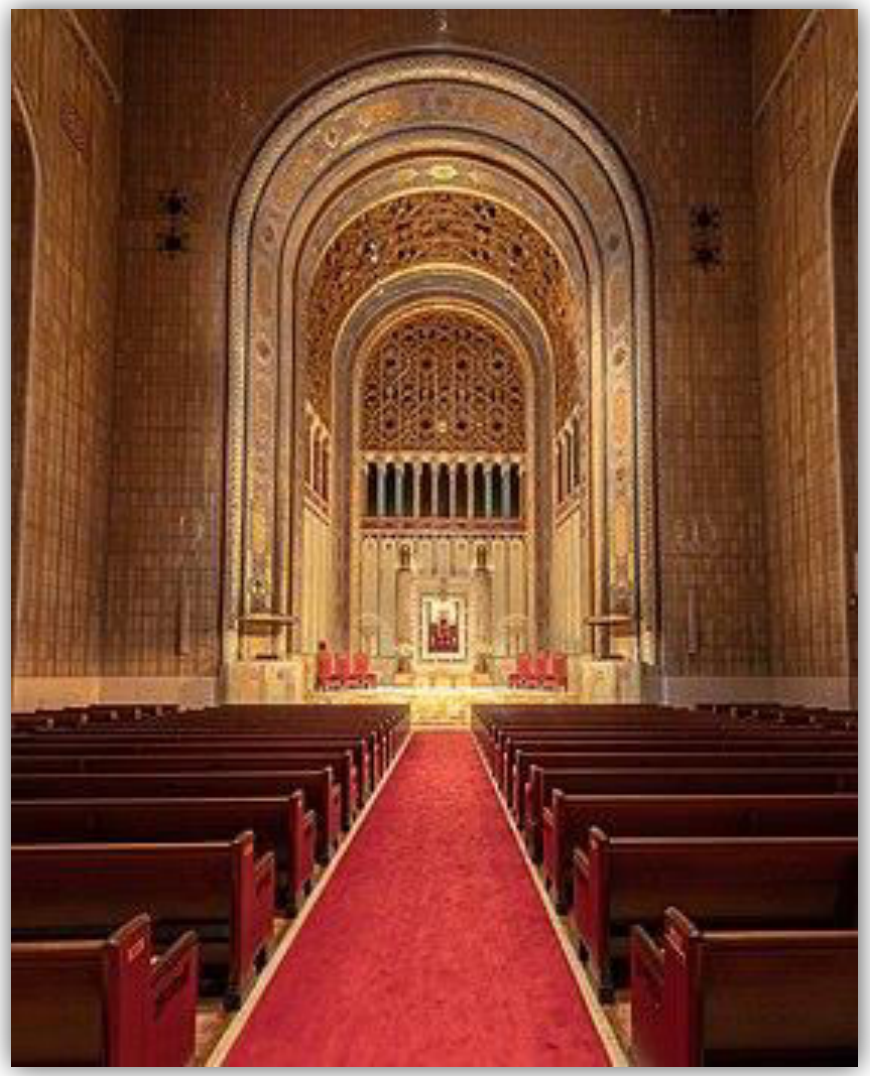

ইহুদি ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য

- ইহুদি ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম তোরাহ। তোরাহ এর প্রচারক হচ্ছেন মোজেস।
- ইহুদীদের ধর্মযাজককে ‘রাব্বি' (গুরু) বলা হয়।

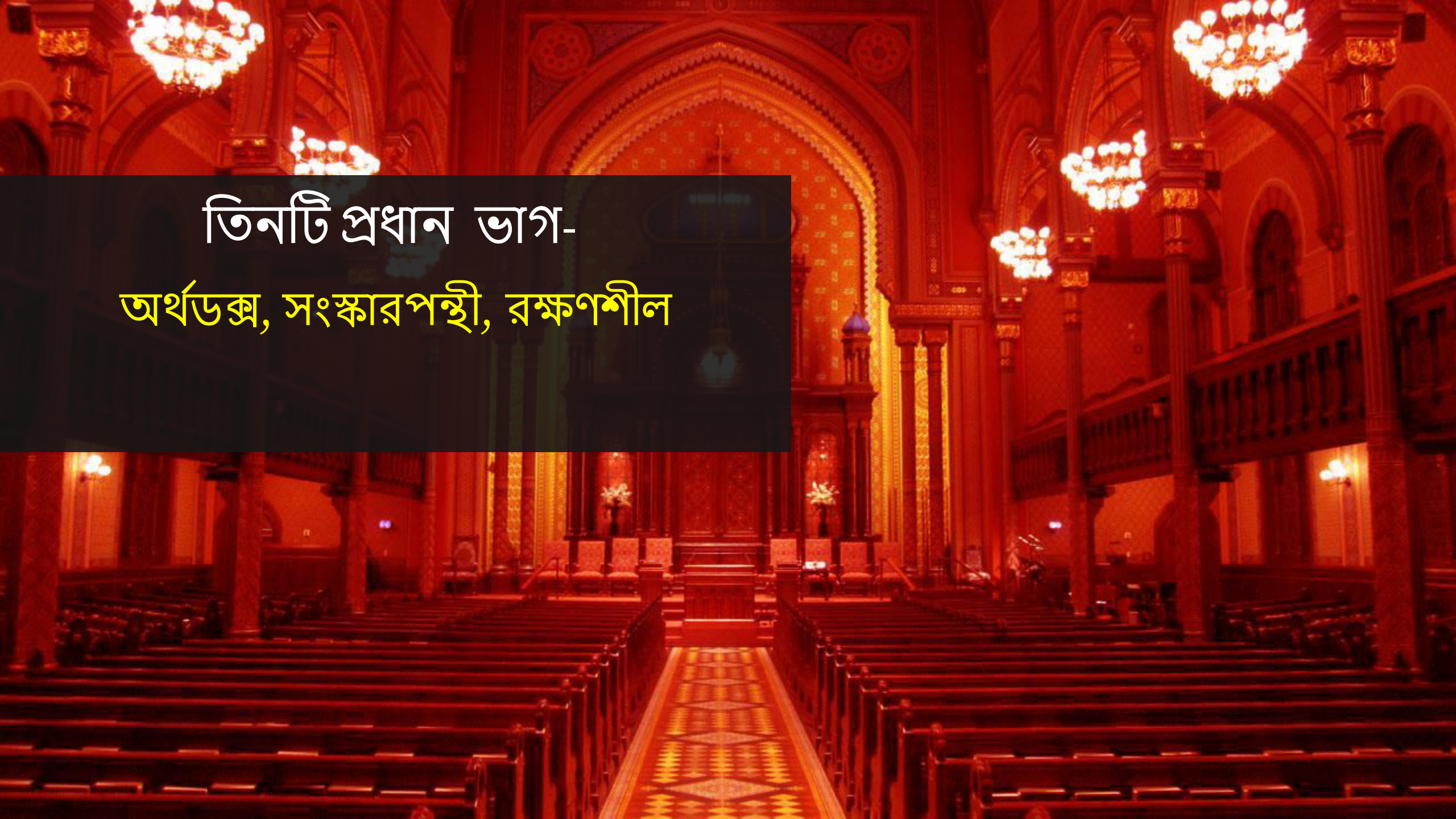
তিনটি প্রধান ভাগ-
অর্থডক্স, সংস্কারপন্থী, রক্ষণশীল

অনুসারীর সংখ্যা

১৪.৫ মিলিয়ন

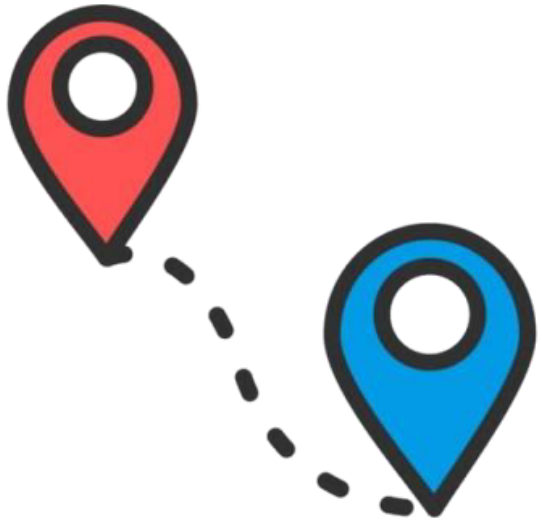

ইহুদি ধর্মের বিস্তৃতি

ইসরায়েল, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স প্রভৃতি

ধর্মীয় প্রতীক

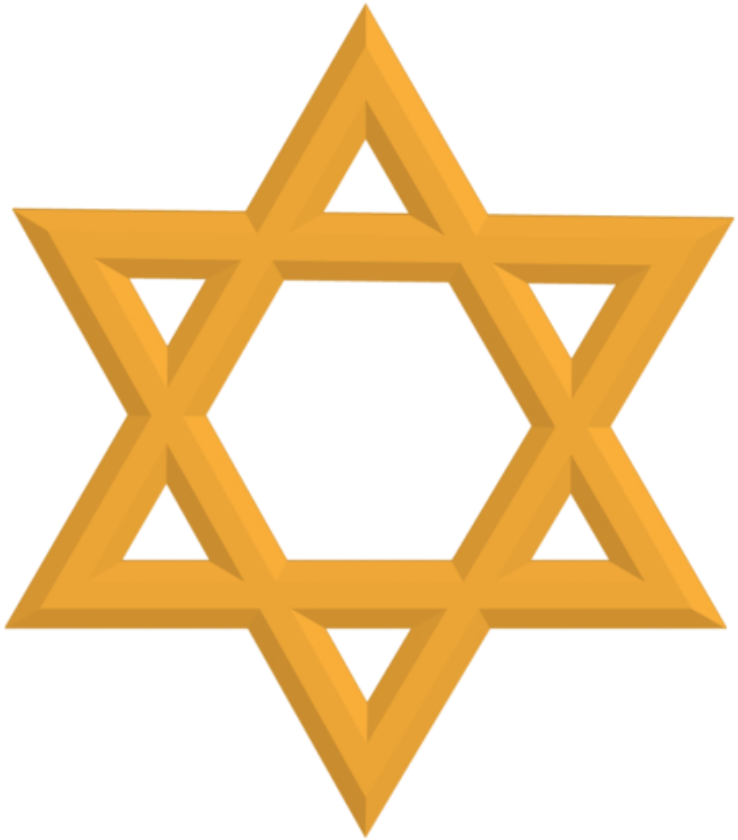

জৈন ধর্ম

অনুসারীদের বলা হয়:

জৈন

প্রতিষ্ঠাতাঃ
মহাবীর

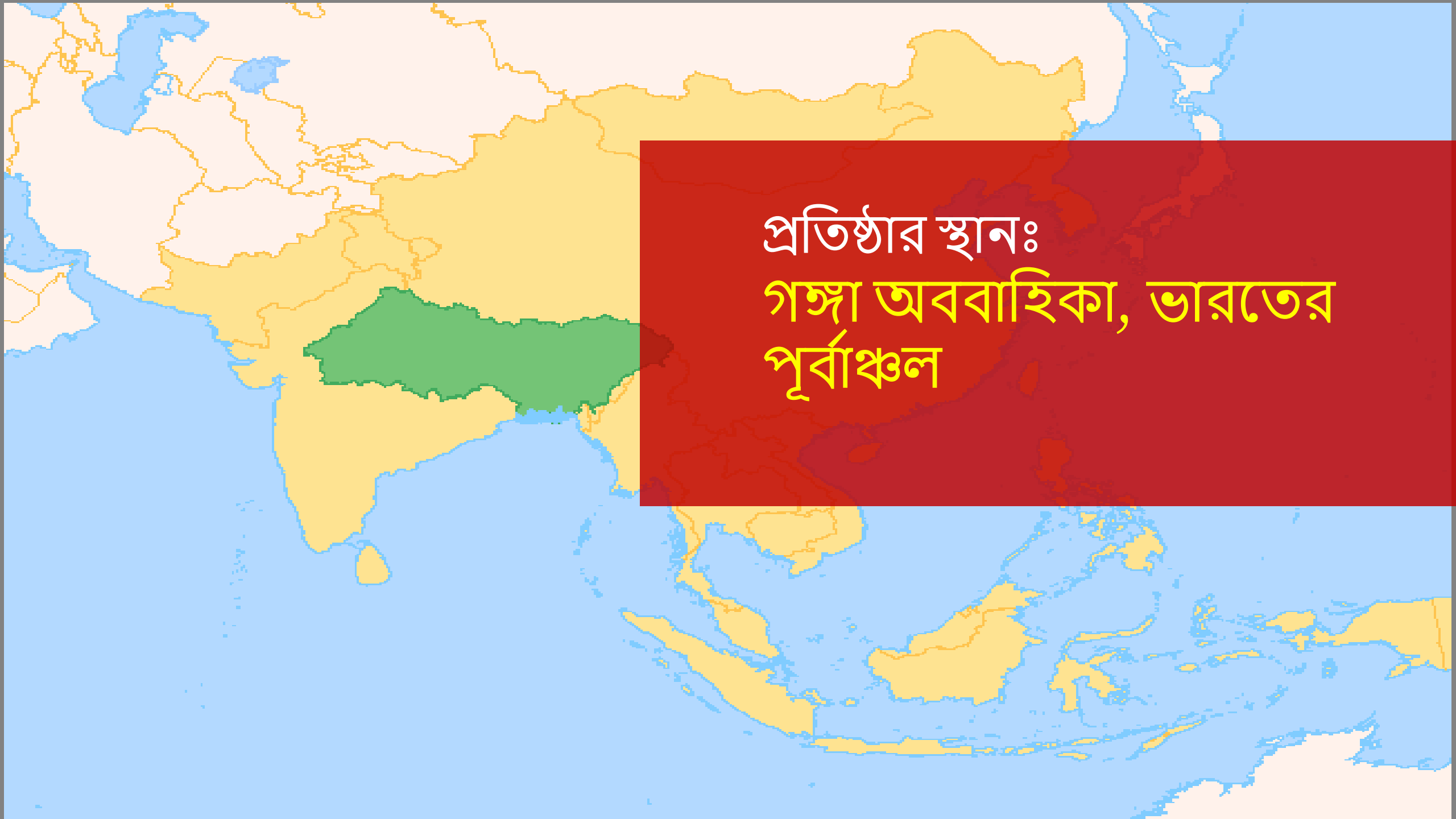
প্রতিষ্ঠার স্থানঃ
গঙ্গা অববাহিকা, ভারতের পূর্বাঞ্চল

প্রতিষ্ঠার সময়

খ্রিস্টপূর্ব ৭ম-৫ম শতক

জৈন ধর্মে ঈশ্বরের ধারণা

জৈনধর্ম কোনো সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বরের ধারণা গ্রহণ করে না। জৈনধর্ম মনে করে, প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই মোক্ষলাভ ও ঈশ্বর হওয়ার উপযুক্ত উপাদান রয়েছে। এই ধর্মমতে পূর্ণাত্মা দেহধারীদের বলা হয় ‘অরিহন্ত’ (বিজয়ী) এবং দেহহীন পূর্ণাত্মাদের বলা হয় সিদ্ধ (মুক্তাত্মা)।

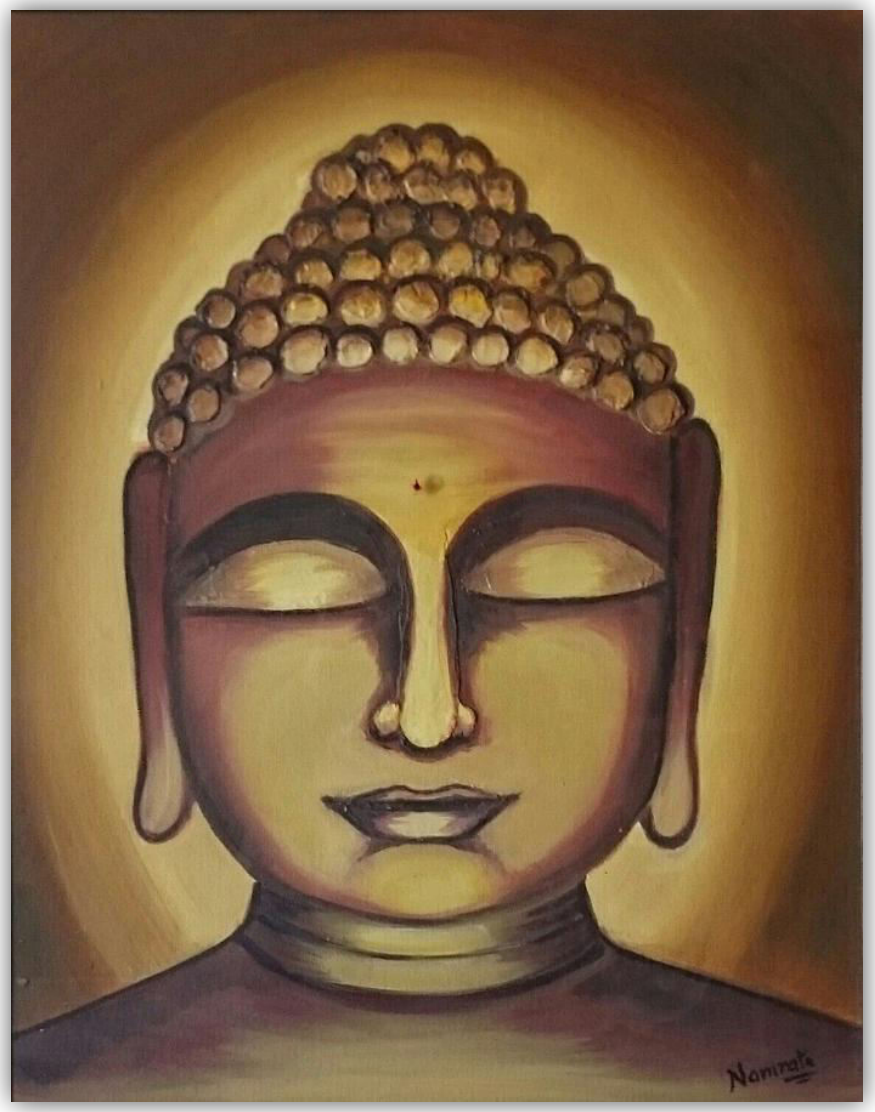

জৈন ধর্ম সম্পর্কিত তথ্যঃ

- জৈন ধর্ম একটি ভারতীয় ধর্ম। এই ধর্ম সকল জীবিত প্রাণীর প্রতি অহিংসার শিক্ষা দেয়। জৈন ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন অহিংসা ও আত্ম-সংযম হল মোক্ষ এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তিলাভের পন্থা।
- জৈনরা কোনো সুবিধা বা পার্থিব চাহিদা পূরণ অথবা পুরস্কারের আশায় দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করেন না। তাঁরা প্রার্থনা করেন কর্মবন্ধন নাশ ও মোক্ষলাভের জন্য।
- মহাবীরের শিক্ষা গ্রন্থিত আছে ‘আগামাস’ পবিত্র গ্রন্থে

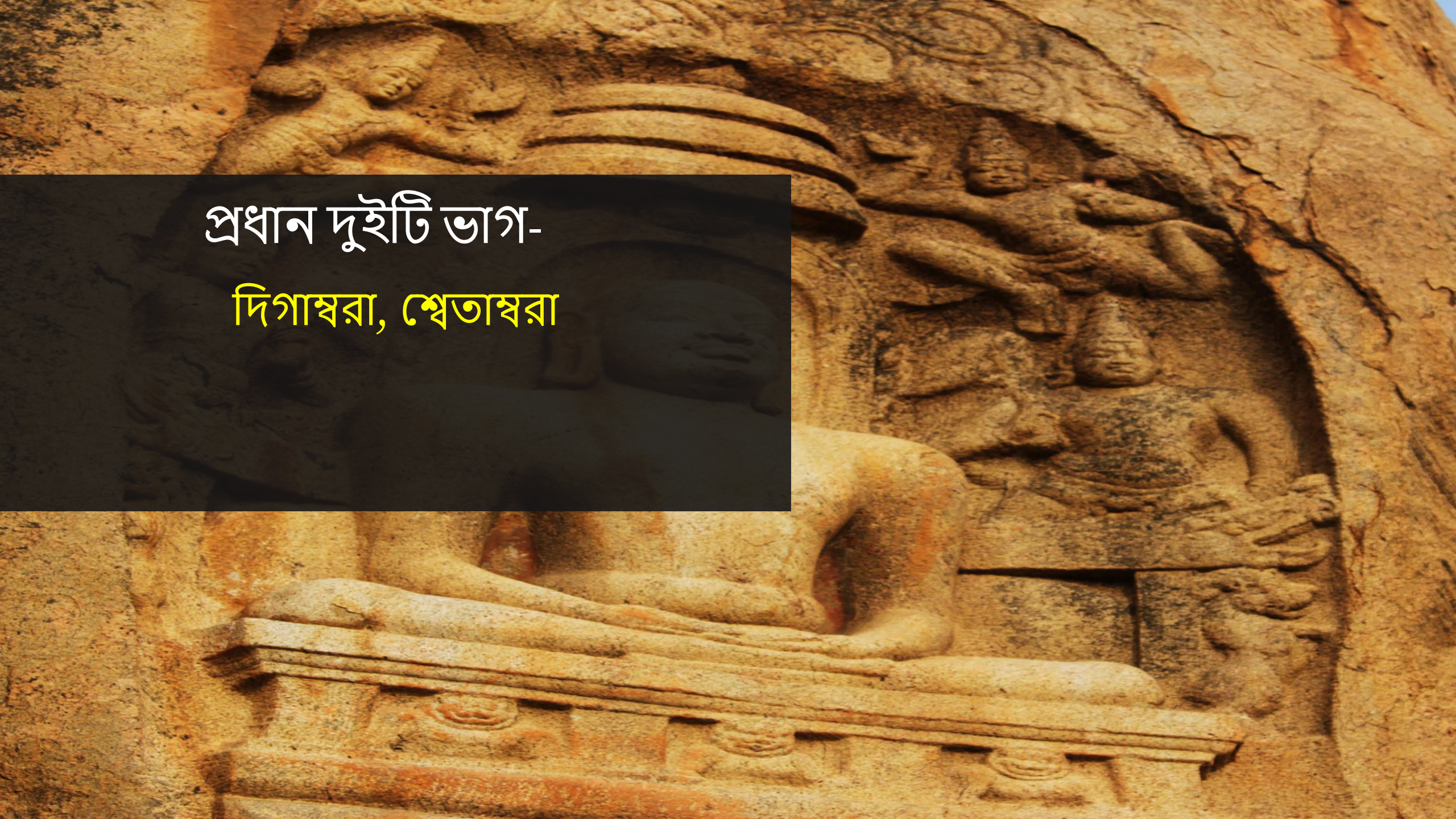

প্রধান দুইটি ভাগ-

দিগাম্বরা, শ্বেতাম্বরা

অনুসারীর সংখ্যা

৪-৫ মিলিয়ন

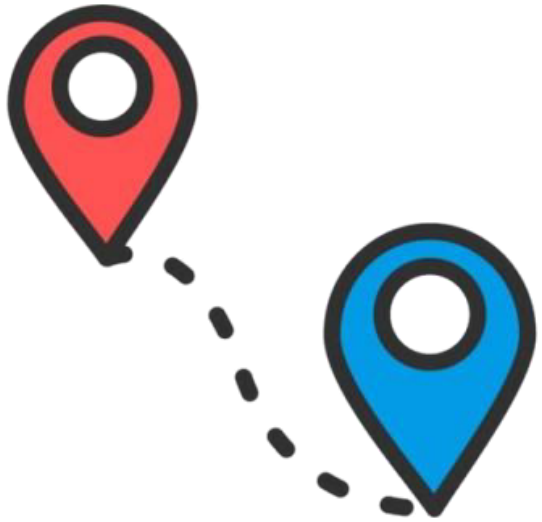

জৈন ধর্মের বিস্তৃতি

প্রধানত ভারত, এছাড়াও জৈন ধর্মের কমিউনিটি দেখা যায় যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতে

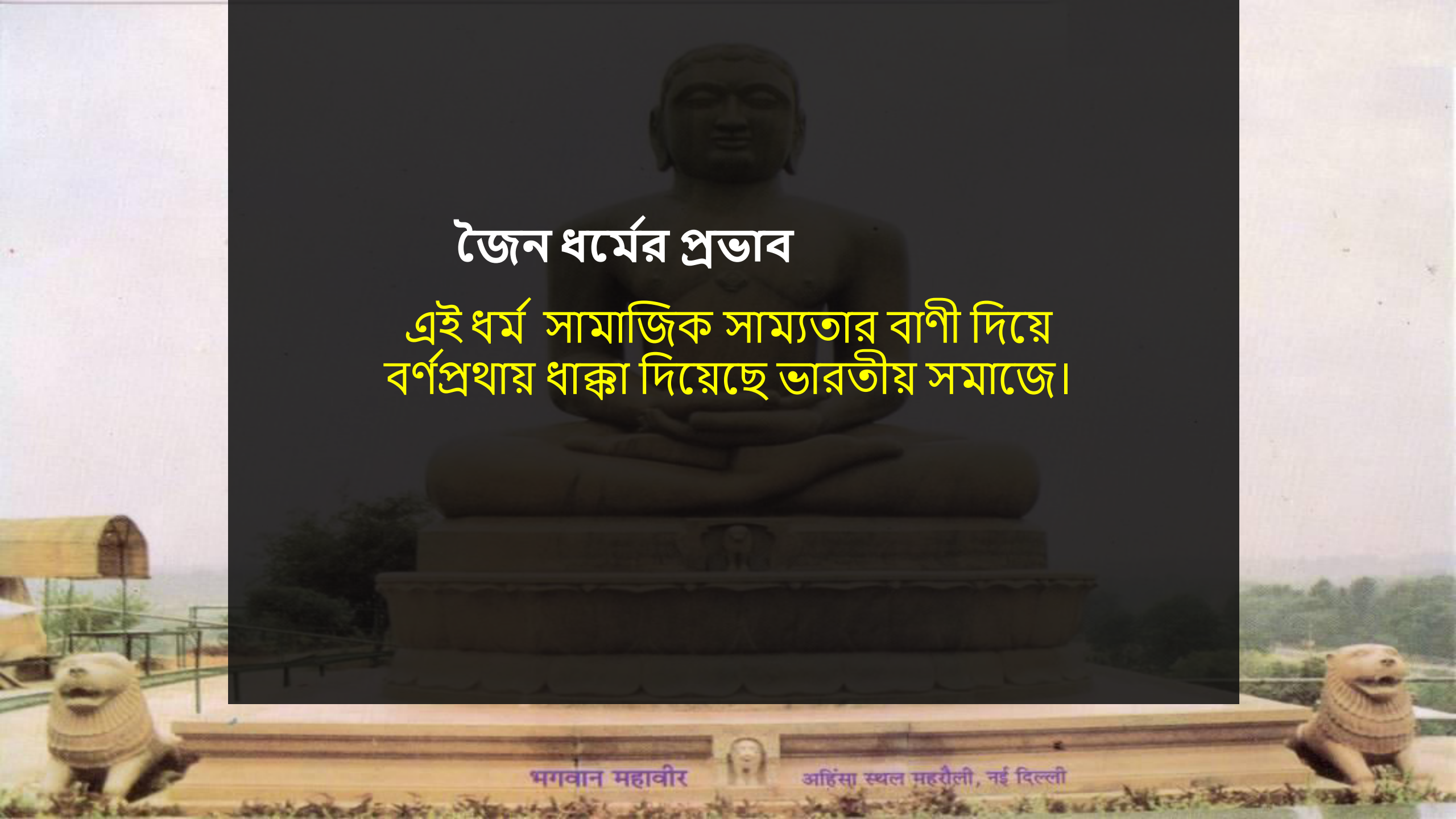

জৈন ধর্মের প্রভাব
এই ধর্ম সামাজিক সাম্যতার বাণী দিয়ে
বর্ণপ্রথায় ধাক্কা দিয়েছে ভারতীয় সমাজে।
भगवान महावीर
अहिंसा स्थल महरौली, नई दिल्ली

ধর্মীয় প্রতীক

শিখ ধর্ম

অনুসারীদের বলা হয়:

শিখ

প্রতিষ্ঠাতাঃ

গুরু নানক

প্রতিষ্ঠার স্থান
পাঞ্জাব, ভারত

প্রতিষ্ঠার সময়

খ্রিস্টীয় ১৫শ শতাব্দী

শিখধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হল ঈশ্বরের একত্বের তত্ত্বে বিশ্বাস।
গুরু নানক কেবলমাত্র ধ্যানীর জীবন অপেক্ষা “সত্য, বিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ সক্রিয়, সৃজনশীল ও ব্যবহারিক জীবনে”র উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন

জৈন ধর্মের দর্শন

শিখ ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য

- গুরু নানক ছিলেন শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং এগারো জন শিখ গুরুর মধ্যে প্রথম গুরু। একাদশ শিখ গুরু হলেন গুরু গ্রন্থ সাহিব।
- হরমন্দির সাহিব (স্বর্ণমন্দির নামে পরিচিত) হল শিখদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান।
- পবিত্র বই ‘গুরু গ্রন্থ সাহেব’

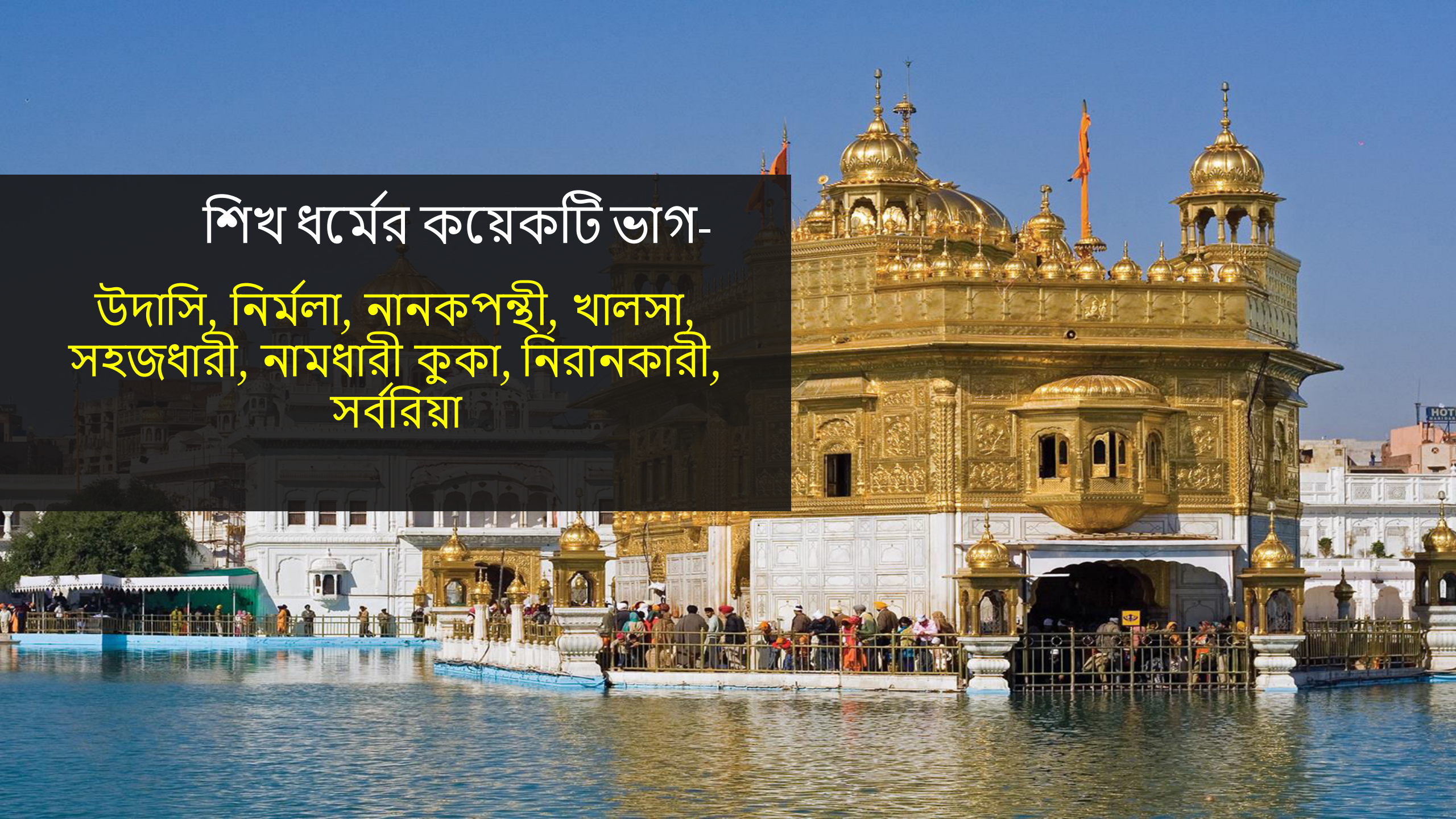

শিখ ধর্মের কয়েকটি ভাগ-

উদাসি, নির্মলা, নানকপন্থী, খালসা, সহজধারী, নামধারী কুকা, নিরানকারী, সর্বরিয়া

অনুসারীর সংখ্যা

৩০ মিলিয়ন

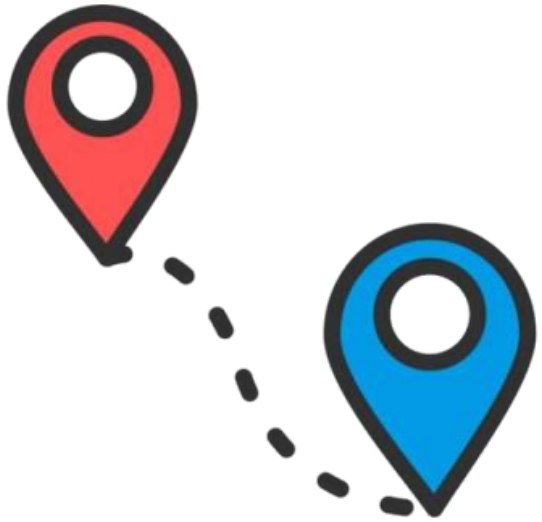

শিখ ধর্মের বিস্তৃতি

প্রধানত ভারত, এছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য।

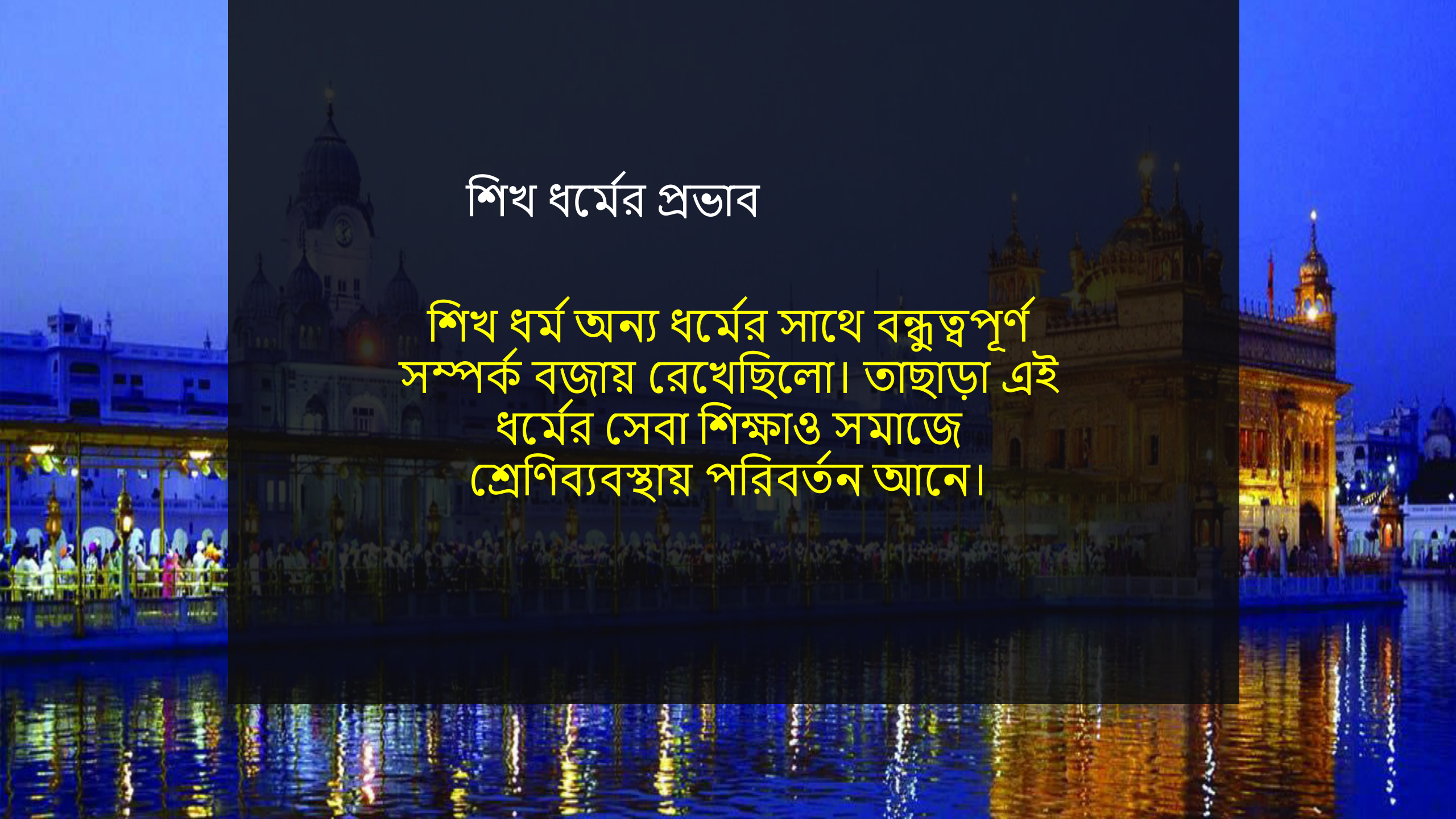

শিখ ধর্মের প্রভাব

শিখ ধর্ম অন্য ধর্মের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো। তাছাড়া এই ধর্মের সেবা শিক্ষাও সমাজে শ্রেণিব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে।

ধর্মীয় প্রতীক:

তাণ্ডবাদ

প্রতিষ্ঠাতা

লাও জু (সাধারণত লাওৎসি নামেই পরিচিত)

প্রতিষ্ঠার স্থান:
চীন

প্রতিষ্ঠার সময়

খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দী

ঘটনার স্বাভাবিক গতি,
নিয়মিত বিবর্তন ও
স্বাভাবিক পরিণতি
তাণ্ডবাদের মূল বিষয়।

তাণ্ডবাদের মূল কথা

তাওবাদ সম্পর্কিত তথ্যঃ

- প্রাথমিক পর্যায়ে লোক ধর্ম (Folk Religion) হিসেবে চীনের গ্রামীন অঞ্চলে তাওবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তাং সাম্রাজ্যের সময় তাওবাদ দেশের সরকারি ধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
- তাওবাদের মূল ধর্ম গ্রন্থের নাম ‘তাও চে চিং’

অনুসারীর সংখ্যা

প্রায় ১২ মিলিয়ন

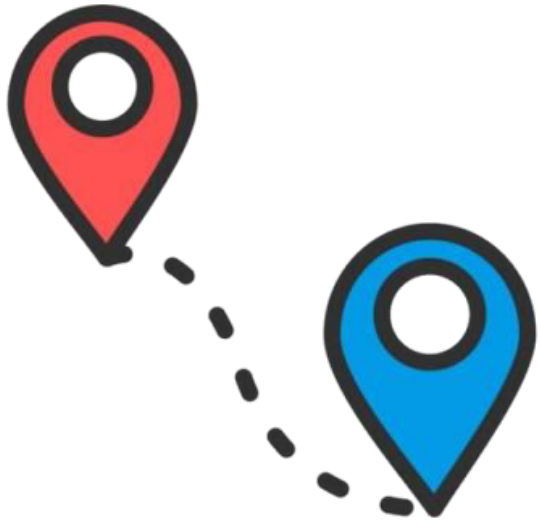

তাণ্ডবাদের বিস্তৃতি

চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন্স, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

তাওবাদের প্রভাব

তাও দর্শনের উদ্ভবের কয়েকশত বছর পরে প্রাচীন চৈনিক ধর্মগুলো এই ধর্মের মতবাদগুলো গ্রহণ করেছিল। এই মতবাদ মনে করে জগতে অস্তিত্ব আছে এমন সব কিছুর পিছনেই একটি শক্তি বিদ্যমান থাকে। তাওবাদের মহাজাগতিক ধারনাটি এসেছে "ইন-ইয়াং" বা তাইচির মতবাদ থেকে।

ধর্মীয় প্রতীক:

শিন্তো ধর্ম

অনুসারীদের বলা হয়

শিন্তো

প্রতিষ্ঠাতা

শিন্তো ধর্মের কোনো একক প্রতিষ্ঠাতা নেই।

প্রতিষ্ঠার স্থান:

জাপান

প্রতিষ্ঠার সময়

খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে

সবকিছুর মধ্যে আত্মার সত্ত্বা/ শক্তি নিহিত আছে যাকে বলা হয় ‘কামি’। পাহাড়, নদী, প্রাণি, মানুষ সব কিছুর মধ্যে কামি রয়েছে।

শিন্তো ধর্মের মূল বাণী

শিন্তো ধর্ম সম্পর্কিত তথ্য

- বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় প্রথা এবং আচারের মাধ্যমে এই ধর্ম পালিত হয় যা বর্তমান এবং অতীতের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করেছে।
- খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকে কোজিকি এবং নিহন শকি'র ঐতিহাসিক দলিলে শিন্তো আচারের কথা লিপিবদ্ধ আছে।

অনুসারীর সংখ্যা

প্রায় ১০০ মিলিয়ন

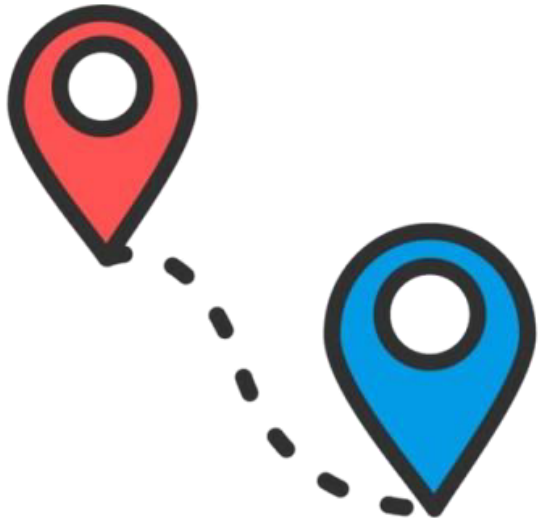

শিন্তো ধর্মের বিস্তৃতি

জাপান, চীন, কোরিয়া, তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র

ধর্মীয় প্রতীক

ধন্যবাদ